৪০

দৈনিক বাংলা

তারিখ 23 OCT 1995
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

### ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবনে ফাটল

# কয়েকটি বিদ্যালয় গৃহ ধসে পড়তে পারে

দেশের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। মুন্সিগঞ্জ, কুষ্টিয়া, মাদারীপুর ও নেত্রকোনায় এসব বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ ভবন ধসে পড়তে পারে। সে সাথে আসবাবপত্র ও শিক্ষকের অভাব রয়েছে।

মুন্সিগঞ্জ থেকে সংবাদদাতা জানান, দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে জেলার টঙ্গীবাড়ি থানার নয়াগাঁও প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনে ক্লাস নেয়া ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। পুরনো, জরাজীর্ণ এ বিদ্যালয় ভবনের দেয়ালে ফাটল ধরেছে। সে সাথে ছাদের আস্তরণ খসে পড়ায় যে কোন মুহূর্তে বিদ্যালয় ভবনটি ধসে পড়ার আশংকা দেখা দিয়েছে।

এদিকে, সম্প্রতি বিদ্যালয় ভবনের ছাদের আস্তরণ খসে তিন জন ছাত্রের মাথা ফেটে যায়। যে কোন মুহূর্তে ছাদ ধসে পড়ে মারাত্মক ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

## কুষ্টিয়া

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা জানান, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মিত বিল্ডিংগুলোতে বড় ধরনের ফাটল দেখা দিয়েছে। ১ কোটি ৫৭ লাখ ৬৩ হাজার টাকা ব্যয়ে দোতলা প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার ছয় মাস অতিবাহিত হতে না হতেই এর দেয়ালে ফাটল ধরেছে। ফলে, ভবনটি যে কোন সময় ধসে পড়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। ভিসি অফিসসহ এ ভবনের অধিকাংশ কক্ষের দেয়াল ও ছাদে নোনা লাগার ফলে দেয়ালের গায়ের ডিসটেম্পারসহ প্লাষ্টার ঝরে পড়ছে। পুরো বর্ষা মওসুম এই প্রশাসনিক ভবনের দোতলার ছাদ চুঁইয়ে বিভিন্ন কক্ষে বৃষ্টির পানি পড়ায় একেবারে জরাজীর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

এছাড়া, ২ কোটি ৩২ লাখ টাকা ব্যয়ে ২ ব্লকের ৪-তলা সাদ্দাম হোসেন হলের বিভিন্ন জায়গায়ই বড় ফাটল ধরেছে। হলের ছাত্ররা জানিয়েছে, ফাটলের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে একাধিক বার অবহিত করলেও কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোন উদ্যোগ এখন পর্যন্ত নেয়া হয়নি।

এদিকে, সমাজবিজ্ঞান অনুষদ ভবনের মূল সিঁড়িতে ব্যাপক ফাটল ছাড়াও সিঁড়ির ধাপগুলো সব ভেঙে গেছে। প্রায়ই ছাত্রছাত্রীরা এই সিঁড়ি দিয়ে উঠা-নামা করতে গিয়ে দুর্ঘটনা কবলিত হচ্ছে। অপরদিকে, ৪ লাখ টাকা ব্যয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ রাস্তার আংশিক পাকা করার মাত্র ১৫ দিনের মধ্যেই পীচ থেকে পাথর উঠতে শুরু করেছে এবং ১ মাসের মধ্যেই রাস্তার বিভিন্ন জায়গা ভেঙে গিয়ে বড় বড় খাদ সৃষ্টি হয়েছে।

উল্লেখ্য, এ সকল বিল্ডিং ও রাস্তা নির্মাণকারী ঠিকাদারকে বিভিন্ন মাস্তান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা উন্নয়ন পরিচালককে শতকরা একটা নির্দিষ্ট হারে চাঁদা প্রদান করতে হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। ফলে, ঠিকাদারগণ বিভিন্ন প্রকল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে চরম দুর্নীতির আশ্রয় নিচ্ছে।

সংবাদদাতা আরও জানান, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় না থাকায় শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা তাদের শিশু-কিশোর সন্তানদের বিদ্যালয়ে না পাঠাতে পেরে দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৩০ জন শিক্ষক, ৪৪ জন কর্মকর্তা ও ২৭০ জন কর্মচারী রয়েছেন। তাদের অধিকাংশেরই ৪-১২ বছরের সন্তান রয়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশে ৪ থেকে ৫ কিলোমিটারের মধ্যেও তেমন কোন ভাল বিদ্যালয় নেই। ফলে, পড়ালেখার জন্য অধিকাংশ কিশোর বয়সের ছাত্রছাত্রীকে ক্যাম্পাস হতে ২৫ কিঃ মিঃ দূরে কুষ্টিয়া শহরে অথবা ২২ কিঃ মিঃ দূরে ঝিনাইদহ শহরের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যেতে হচ্ছে।

এসব ছাত্র-ছাত্রীদের শহরের বিদ্যালয়ে যাতায়াতের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কোন গাড়ির ব্যবস্থা নেই।

## মাদারীপুর

নিজস্ব সংবাদদাতা মাদারীপুর থেকে জানান, জেলার একটি সরকারী বিদ্যালয়সহ ৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাদ যে কোন সময় ধসে পড়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। এসব বিদ্যালয়ে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় বর্তমানে ক্লাস নেয়া হচ্ছে।

জেলার ইউনাইটেড ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ৫টি শ্রেণীকক্ষের ছাদে বড় বড় ফাটল দেখা দিয়েছে। ১৯৬২ সালে ইউনাইটেড ইসলামিয়া সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের এই ভবন নির্মিত হওয়ার পর আর তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সংস্কার করা হয়নি। ছাদ ধসে পড়ে যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটার আশংকায় ছাত্ররা ৫টি শ্রেণীকক্ষে ক্লাস করতে চাচ্ছে না। মাদারীপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাদ, চরমুগুরিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের পুরাতন ভবনের ছাদ, চরমুগুরিয়া মার্চেন্টস উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাদ এবং মাদারীপুর পাবলিক ইনষ্টিটিউশনের ছাদ চুঁইয়ে পানি পড়ছে। ছাদের অনেক স্থানের প্লাষ্টার উঠে গিয়ে রড বের হয়ে গেছে।

## নেত্রকোনা

নিজস্ব সংবাদদাতা নেত্রকোনা থেকে জানান, সরকারের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম নানা কারণে নেত্রকোনা জেলায় এখনো সফলতা লাভ করেনি।

জেলার দশটি থানার ছয় হতে দশ বছর বয়সের প্রায় ৫০ হাজার শিশু এখন পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রমের আওতার বাইরে রয়েছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিদফতর পরিচালিত শিশু জরিপ প্রতিবেদন হতে জানা গেছে, নেত্রকোনা জেলায় ৬৩৪টি সরকারী, ৪৪৪টি রেজিষ্টার্ড, এবং ১৪৪টি আন রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়াও ২০৫টি এবতেদায়ী মাদ্রাসা, ৪২টি উচ্চ মাদ্রাসা সংযুক্ত বিদ্যালয়, ৫২টি কমিউনিটি স্কুল, ৭টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন স্কুল, ৮টি স্যাটেলাইট স্কুল ও ১৪টি কিন্ডারগার্টেনে চলতি শিক্ষাবর্ষে মোট ২ লাখ ৯২ হাজার ৬৭৭ জন শিশু লেখাপড়া করছে। সরকার নির্ধারিত বয়সসীমার বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা নেত্রকোনা জেলায় ৩ লাখ ৩৮ হাজার ৪১৮ জন। এতে দেখা যায়, ৪৫ হাজার ৭৪৭ জন শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে রয়ে গেছে।